

উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এর মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়



Upazila Integrated Capacity Development Project
Japan International Cooperation Agency (JICA)

সূচিপত্র

সূচিপত্র	ক
আদ্যক্ষর এবং শব্দসংক্ষেপসমূহ	গ
১. ভূমিকা.....	১
১.১ পটভূমি	১
১.২ কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য (Objectives of the Strategy Paper).....	১
১.৩ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান.....	২
১.৪ বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়কাল.....	২
২. মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র	২
২.১ কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য	২
২.২ লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচক (Target and Indicator).....	৩
২.২.১ লক্ষ্যমাত্রা	৩
২.২.২ সূচক.....	৩
২.২.৩ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্তে স্থানীয় সরকার বিভাগের করণীয়	৫
২.৩ কৌশলগত উপাদান	৫
২.৩.১ আইনি কাঠামো	৫
২.৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ	৬
২.৩.৩ উন্নয়ন পরিকল্পনা	৭
২.৩.৪ আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১০
২.৩.৫ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন	১২
২.৩.৬ সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৩
৩. বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ পদ্ধতি	১৪
৩.১ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি	১৪
৩.২ ওয়ার্কিং গ্রুপ (Working Group).....	১৬
৩.৩ কৌশলপত্র সংশোধন	১৬
(৪) কৌশলগত উপাদানসমূহ বাস্তবায়নের পথ-নির্দেশিকা (Roadmap)	১৭

আদ্যক্ষর এবং শব্দসংক্ষেপসমূহ

সংক্ষিপ্ত রূপ	ইংরেজি পূর্ণরূপ	বাংলা পূর্ণরূপ
ADP	Annual Development Program	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
AP	Annual plan	বার্ষিক (উন্নয়ন) পরিকল্পনা
CSO	Civil Society Organization	সুশীল সমাজ সংগঠন
DC	Deputy Commissioner	জেলা প্রশাসক
DDLG	Deputy Director, Local Government	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার
DLG	Director, Local Government	পরিচালক, স্থানীয় সরকার
FY	Fiscal year	অর্থ বছর
FYP	Five-year plan	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
GOB	Government of Bangladesh	বাংলাদেশ সরকার
JICA	Japan International Cooperation Agency	জাপান আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা
LGI	Local Government Institutions	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
LGD	Local Government Division	স্থানীয় সরকার বিভাগ
MDG	Millennium Development Goals	সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
M&E	Monitoring and Evaluation	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
MoLGRD&C	Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
MP	Member of Parliament	জাতীয় সংসদ সদস্য
NGO	Non-governmental Organization	বেসরকারি সংস্থা
NILG	National Institute of Local Government	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
PSC	Project Selection Committee	প্রকল্প বাছাই কমিটি
PDCA	Plan-Do-Check-Act	পরিকল্পনা-বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ-পদক্ষেপ
SDG	Sustainable Development Goals	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
TGP	Technical Group for Planning	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল
TLD	Transfer Line Department	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ
TLCC	Town Level Co-ordination Committee	টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি
UCFBPLRM	Upazila Committee on Finance, Budget, Planning and Local Resource Mobilization	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি
UDCC	Union Development Co-ordination Committee	ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি
UGDP	Upazila Governance and Development Project	উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প
UNDP	United Nations Development Programme	জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি
UNO	Upazila Nirbahi Officer	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
UP	Union Parishad	ইউনিয়ন পরিষদ
UZGP	Upazila Parishad Governance Project	উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট
UZP	Upazila Parishad	উপজেলা পরিষদ

১. ভূমিকা

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশে তিন স্তর-বিশিষ্ট গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমানঃ জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ। অপরদিকে শহর অঞ্চলের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হিসেবে রয়েছে পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। আর এটি করা হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধান, এসডিজি, পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতির আলোকে।

একটি মধ্য-স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সাম্প্রতিককালে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপজেলা পরিষদ আইন প্রথম প্রণীত হয় ১৯৯৮ সালে এবং পরবর্তীতে ২০০৯ সালে এতে ব্যাপক সংশোধন আনা হয়। ২০১১ এবং ২০১৫ সালে আইনটি পুনরায় সংশোধন করা হয়। এর আলোকে ২০০৯, ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। একই সাথে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উপজেলা পরিষদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ বছর বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, UNDP'র সহায়তায় পরিচালিত উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (UZGP) এর আওতায় সাতটি বিভাগের চৌদ্দটি পাইলট উপজেলায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সমপরিমাণ প্রণোদনামূলক পারফরম্যান্স গ্র্যান্ট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিলো। উপজেলা পরিষদকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গভর্ন্যান্স এর কিছু নির্ধারিত সূচকের উপর ভিত্তি করে কর্মদক্ষতা (Performance) মূল্যায়নের ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয়। এই অনুদান কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে পাইলট উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দের অতিরিক্ত হিসেবে প্রদান করা হতো।

UNDP'র এই প্রকল্পের নিরিখে JICA'র সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (UGDP) ২০১৫ সালে এর কার্যক্রম শুরু করে। এই প্রকল্পের অধীনেও উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পূর্বের মত উপজেলা পরিষদের জন্য পারফরম্যান্স গ্র্যান্ট প্রদানের উক্ত ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উপজেলা পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ এবং গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব।

উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ আরো ত্বরান্বিত করা এখন সময়ের দাবি এবং এই লক্ষ্যে সরকারি সহায়তা আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা কার্যকরভাবে বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজন স্পষ্ট রূপকল্প (Vision) ও মিশন (Mission) সহ একটি সামগ্রিক মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র প্রণয়ন করা এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। এতে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, উন্নয়ন পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার উপজেলা গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার জন্য একটি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এই কৌশলপত্রটি দীর্ঘমেয়াদে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের ভূমিকাকে আরো তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলবে। এই কৌশলপত্রে উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়াও এতে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট (NILG) এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

১.২ কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য (Objectives of the Strategy Paper)

কৌশলপত্রটি উপজেলা গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার বিষয়ে মৌলিক ও নীতিগত দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত। এটি উপজেলা পরিষদের জন্য ভিশন নির্ধারণ করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং ২০৪১ সালে উপজেলা পরিষদের সম্ভাব্য চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে সমন্বয়কে উপজেলা পরিষদের মূল কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটা অনস্বীকার্য যে,

উপজেলা পরিষদের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে সমন্বয় করা গেলে উপজেলা পর্যায়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ নাগরিকদের সেবার মানোন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

নির্ধারিত ভিশন অর্জনের লক্ষ্যে উপজেলার নির্ধারিত মিশন অর্জনের বিষয়টিকে সামনে রেখে এই কৌশলপত্রটি গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্য (Target) এবং এর কৌশলগত উপাদানসমূহ (Strategic Component) চিহ্নিত করেছে। একই সাথে এ কৌশলপত্রে গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাগণ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, NILG এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগসমূহসহ উপজেলার অংশীজনদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সর্বোপরি, এ কৌশলপত্রে উপজেলা পর্যায়ের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১.৩ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান

স্থানীয় সরকার বিভাগ কৌশলপত্রটি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সংশোধনের জন্য এককভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

সহযোগী প্রতিষ্ঠান (Associate Entity)

সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নরূপ-

- পরিকল্পনা কমিশন
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগসমূহ যাদের উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত।
- জাতীয় স্থানীয় সরকার ইম্পটিটিউট (NILG)।

সহায়ক প্রতিষ্ঠান (Supporting Entity)

উন্নয়ন অংশীদার যারা উপজেলা পর্যায়ে গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে কারিগরি এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে, যেমন JICA, UNDP ইত্যাদি।

১.৪ বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়কাল

কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নের সময়কাল অক্টোবর, ২০২০ থেকে জুন, ২০৪১ পর্যন্ত।

২. মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র

২.১ কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য

এই কৌশলপত্রটি জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে অতি দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ‘ভিশন ২০৪১’ নির্ধারণ করেছে। এই ভিশন অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচির বিবরণ সম্বলিত ‘দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১’ প্রণয়ন করা হয়েছে।

কৌশলপত্রটি উপজেলা গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে “ভিশন ২০৪১” অর্জনে অবদান রাখবে। ফলে দেশের প্রতিটি উপজেলা এই জাতীয় রূপকল্প অর্জনে অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

এ প্রেক্ষাপটে, উপজেলা পরিষদের মিশন (Mission) বিবরণী, যা ভিশন ২০৪১ অর্জনে অবদান রাখবে, তা নিচে উল্লেখ করা হলো:

উপজেলা পরিষদের মিশন (Mission)

উপজেলা পর্যায়ের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক সমন্বয় নিশ্চিত করার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ হতে প্রদেয় সকল সরকারি সেবার মানোন্নয়ন।

এই মিশনে সামগ্রিক সমন্বয় নিশ্চিত করার বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে সার্বিকভাবে উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি জরুরি উপাদান। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা, ইউনিয়ন, পৌরসভা, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ থেকে সর্বোত্তম ফলাফল লাভের জন্য উল্লিখিত সমন্বয়ের কোন বিকল্প নাই। এ প্রেক্ষিতে সামগ্রিক সমন্বয়কে উপজেলা পরিষদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, আইনি বিধানসমূহ এবং জাতীয় পর্যায়ের নীতিসমূহও এই সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। একটি মধ্য-স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং বিভিন্ন হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের উপস্থিতির কারণে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদকে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন অংশীজন যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং ১৭টি হস্তান্তরিত বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার কাজটি করতে হয়।

উপজেলা পর্যায়ে অনুভূমিক (Horizontal) এবং উলম্ব (Vertical) উভয় ধরনের সমন্বয়ই প্রয়োজন হয়। ১৭ টি হস্তান্তরিত বিভাগের মধ্যে সমন্বয়কে অনুভূমিক সমন্বয় এবং ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও জেলা পরিষদের সাথে সমন্বয়কে উলম্ব সমন্বয় বুঝায়। উপজেলা স্তরে উত্তম ও কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল অংশীজনদের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান আরও ব্যাপকভাবে হওয়া প্রয়োজন। উপজেলা পরিষদকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নিশ্চিতকরণ ও এই কর্মকান্ডের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিবেচনায় নিয়ে সমন্বিতভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কর্মকান্ডের দ্বৈততা (Duplication) পরিহারের বিষয়টি উপজেলা পরিষদের বিবেচনায় রাখা জরুরি। উপরে বর্ণিত তথ্যের আদান প্রদান হচ্ছে সমন্বয়ের প্রথম ধাপ।

২.২ লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচক (Target and Indicator)

২.২.১ লক্ষ্যমাত্রা

উপজেলা পরিষদের মিশন অর্জনের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য নিচের ৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য আরও অনেক বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, তবুও এই ৭টি লক্ষ্যমাত্রা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এগুলি উপরে বর্ণিত উপজেলা পরিষদের সমন্বয় সক্ষমতাকে শক্তিশালীকরণের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

লক্ষ্যমাত্রা ১: উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুভূমিক এবং উলম্ব উভয় সমন্বয়ই নিশ্চিত করা;

লক্ষ্যমাত্রা ২: উপজেলা কমিটিসমূহকে যথাযথভাবে সক্রিয় করা যাতে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির সাথে কমিটিসমূহের অধিকতর সমন্বয় নিশ্চিত করা যায়;

লক্ষ্যমাত্রা ৩: উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা উভয়টিই প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

লক্ষ্যমাত্রা ৪: উপজেলা পরিষদের বাজেট এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা) নাগরিকদের মতামতের সঠিক প্রতিফলন ঘটানো;

লক্ষ্যমাত্রা ৫: সংশ্লিষ্ট আইন এবং দিকনির্দেশনার আলোকে বাজেট এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণী যথাযথভাবে প্রস্তুত করা;

লক্ষ্যমাত্রা ৬: উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ কর্তৃক যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করা;

লক্ষ্যমাত্রা ৭: সকল উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।

২.২.২ সূচক

উপর্যুক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কিনা তা পরিমাপ করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য নিচের সূচকগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্জনের মাত্রা যাচাই করার কিছু মানদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা	সূচক
লক্ষ্যমাত্রা ১: উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুভূমিক এবং উল্লম্ব উভয় সমন্বয়ই নিশ্চিত করা।	<p>১.১. উপজেলায় হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কমপক্ষে ৮০% দপ্তর কর্তৃক তাদের উন্নয়ন প্রকল্প/পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য উপজেলা পরিষদকে অবহিত করা।</p> <p>১.২. উপজেলা পর্যায়ের হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কমপক্ষে ৮০% দপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প/পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা।</p> <p>১.৩. কমপক্ষে ৮০% ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক উপজেলা পরিষদে উন্নয়ন প্রকল্প/পরিকল্পনার প্রস্তাবনা পেশ করা।</p> <p>১.৪. কমপক্ষে ৮০% ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্প/পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা।</p>
লক্ষ্যমাত্রা ২: উপজেলা কমিটিসমূহকে যথাযথভাবে সক্রিয় করা যাতে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির সাথে কমিটিসমূহের অধিকতর সমন্বয় নিশ্চিত করা যায়।	২.১. উপজেলা পরিষদে গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা কমিটিসমূহের ৫০% বা তারও বেশি সভা অনুষ্ঠান করা।
লক্ষ্যমাত্রা ৩: উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা উভয়টিই প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।	৩.১. ৮০% উপজেলা পরিষদ কর্তৃক উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকা অনুসরণ করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।
লক্ষ্যমাত্রা ৪: উপজেলা পরিষদের বাজেট এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা) নাগরিকদের মতামতের সঠিক প্রতিফলন ঘটানো।	<p>৪.১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক বাজেট প্রণয়নকালে নাগরিকদের সাথে কমপক্ষে ২টি পরামর্শ সভার আয়োজন করা।</p> <p>৪.২. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকালে নাগরিকদের সাথে কমপক্ষে ২টি পরামর্শ সভা আয়োজন করা।</p>
লক্ষ্যমাত্রা ৫: সংশ্লিষ্ট আইন এবং দিকনির্দেশনার আলোকে বাজেট এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণী যথাযথভাবে প্রস্তুত করা।	<p>৫.১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিধিমালা এবং নির্দেশনা অনুসারে মে, ৩০ তারিখের মধ্যে বাজেট প্রস্তুতপূর্বক উপজেলা পরিষদে পেশ করা।</p> <p>৫.২. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিধিমালা এবং নির্দেশনা অনুসারে সেপ্টেম্বর, ৩০ তারিখের মধ্যে বার্ষিক আর্থিক বিবরণী তৈরি করে উপজেলা পরিষদে পেশ করা।</p>
লক্ষ্যমাত্রা ৬: উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ কর্তৃক যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করা।	<p>৬.১. এই কৌশলপত্রের সূচকগুলি যাচাই করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের সকল কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জুন, ২০২১ এর মধ্যে একটি মনিটরিং পদ্ধতি চালু করা।</p> <p>৬.২. স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অন্তত ৯০% উপজেলা হতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা।</p>
লক্ষ্যমাত্রা ৭: সকল উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।	<p>৭.১. স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদনক্রমে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট কর্তৃক সকল উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা।</p> <p>৭.২. সরকার নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান থেকে সকল উপজেলা পরিষদকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।</p>

২.২.৩ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্তে স্থানীয় সরকার বিভাগের করণীয়

উপর্যুক্ত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের নিমিত্তে স্থানীয় সরকার বিভাগ নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে।

লক্ষ্যমাত্রা	স্থানীয় সরকার বিভাগের করণীয়
লক্ষ্যমাত্রা ২: উপজেলা কমিটিসমূহকে যথাযথভাবে সক্রিয় করা যাতে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির সাথে কমিটিসমূহের অধিকতর সমন্বয় নিশ্চিত করা যায়।	<ul style="list-style-type: none"> স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা কমিটিসমূহ পরিচালনার জন্য বিধিমালা, নির্দেশিকা এবং অন্যান্য আইনি এবং নীতি বিষয়ক দলিলাদি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।
লক্ষ্যমাত্রা ৩: উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা উভয়টিই প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।	<ul style="list-style-type: none"> স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য নির্দেশিকা তৈরি করে সেগুলি নিয়মিত হালনাগাদ করবে। জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটের সাথে পরামর্শ করে স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদসমূহকে উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।
লক্ষ্যমাত্রা ৫: সংশ্লিষ্ট আইন এবং দিকনির্দেশনার আলোকে বাজেট এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণী যথাযথভাবে প্রস্তুত করা।	<ul style="list-style-type: none"> স্থানীয় সরকার বিভাগ বাজেট তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট বিধিমালা এবং নির্দেশনাসমূহ নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা এবং সেগুলো সংশোধন করবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং অন্যান্য আইনি ও নীতি বিষয়ক দলিলাদি প্রস্তুত করবে।

২.৩ কৌশলগত উপাদান

২.৩.১ আইনি কাঠামো

(ক) উপজেলা পরিষদ এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব এবং কর্তব্য স্পষ্টীকরণ

সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে একটি একক ও সুসংগত আইনি কাঠামোর আওতায় এনে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্টীকরণ করা প্রয়োজন। এতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ঐক্যতান (Harmony), শৃঙ্খলা (Discipline), সামঞ্জস্য (Consistency) এবং দক্ষতা (Efficiency) বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে একটি সুসংহত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনি কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এই প্রক্রিয়া সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণাঙ্গভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা এবং তাদের কাজে দ্বৈততা পরিহারে সহায়তা করবে।

(খ) উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি এবং অন্যান্য আইনি দলিলাদি

যথাযথ আইনি কাঠামোর আওতায় উপজেলা পরিষদ যাতে পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হতে পারে সে লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগকে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১৫) এর যে সকল ধারার আলোকে বিধিমালা এবং অন্যান্য আইনি দলিলাদি প্রণয়ন প্রয়োজন সে সকল ধারাসমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় বিধি ও আইনি দলিলাদি প্রণয়ন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, উপজেলা পরিষদের জন্য বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত সংক্রান্ত প্রদত্ত হুকে সঠিকভাবে তা তৈরি করার স্পষ্ট এবং বিস্তারিত নির্দেশনা জারিকরণ। এতে উপজেলা পরিষদের অর্থ সংক্রান্ত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

(গ) উপজেলা অংশীজনদের আইন, বিধি, নির্দেশিকা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি

উপজেলার জনপ্রতিনিধিদের এবং হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের উপজেলা পরিষদে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে তাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর উপর মৌলিক প্রশিক্ষণের পর নিয়মিত ফলো-আপ প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করা উচিত।

এছাড়াও উপজেলা পরিষদ সম্পর্কিত সকল আইন, বিধিমালা ও সার্কুলার সম্বলিত একটি সংকলন (Compendium) প্রস্তুত করা প্রয়োজন এবং তা বার্ষিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করা প্রয়োজন। এটি উপজেলার সকল অংশীজনকে তাদের আইনি বাধ্যবাধকতাসমূহ

সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সহায়তা করবে। এই সংকলনটি সফটকপি হিসেবেও প্রস্তুত করা যেতে পারে এবং প্রতি বছর এটি হালনাগাদ করে সকল উপজেলা পরিষদে এটা প্রেরণ করা যেতে পারে।

২.৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ

(ক) উপজেলা কমিটি কার্যকর করা

উপজেলা কমিটিসমূহ সক্রিয় করার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, কার্যকরভাবে নাগরিকদের অত্যাবশ্যিকীয় সেবা প্রদান এবং সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা কমিটিসমূহ সক্রিয় করার জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে উপজেলা পরিষদসমূহকে উপজেলা কমিটি এবং এই কমিটিসমূহের সভা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করা প্রয়োজন। এখানে যে বিষয়ে জোর দেয়া প্রয়োজন তা হলো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কমিটি চিহ্নিত করে উক্ত কমিটিসমূহের যৌথ সভা অনুষ্ঠান করা এবং এমন একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু করা যাতে উপজেলা কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়। উপজেলা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ উপজেলা পরিষদের সভায় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এছাড়াও উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যানদের উপজেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দীর্ঘমেয়াদে বর্তমান উপজেলা কমিটি ব্যবস্থার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় খতিয়ে দেখা উচিত; যেমন- উপজেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা বেশী কিনা, কমিটির বর্তমান কাঠামো যথাযথ কিনা ইত্যাদি। স্থানীয় সরকার বিভাগ বিদ্যমান পদ্ধতি পর্যালোচনা করে উপজেলা কমিটিসমূহকে আরও কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

(খ) উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই জবাবদিহিতা উপজেলা পর্যায়ে জনসেবার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করবে। জবাবদিহিতা বৃদ্ধির প্রথম ধাপ হিসেবে উপজেলা পরিষদ এবং হস্তান্তরিত বিভাগের অফিসসমূহের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। উপজেলা কমিটিসমূহ সক্রিয়করণের মাধ্যমেও এই জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেতে পারে। এ প্রসঙ্গে, স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো জবাবদিহিতা বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং এই জাতীয় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়, স্পষ্ট ও বিস্তারিত বিধি বিধান প্রণয়ন এবং নির্দেশনা প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা। হস্তান্তরিত কার্যাবলী সম্পর্কে উপজেলা অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদান উপজেলা পরিষদকে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে। হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য একটি কর্মী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিও দীর্ঘমেয়াদে প্রবর্তন করা উচিত।

(গ) উপজেলা পরিষদের মানব সম্পদ

(১) উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১৫) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১৫) অনুযায়ী সকল উপজেলায় অবিলম্বে সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা উচিত। সরকার কর্তৃক এই নিয়োগ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত উপজেলা পরিষদ অস্থায়ীভাবে অন্যান্য কর্মীদের মধ্য হতে একজনকে সহকারী হিসাবরক্ষক হিসাবে কাজ করার জন্য দায়িত্ব দিতে পারে। স্টেনো-টাইপিষ্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং গোপনীয় সহকারীর (CA cum UDA) দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পুনর্বিবেচনা করে তা আরও স্পষ্ট করা উচিত।

(২) উপজেলা পরিষদের প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ নির্ধারণ

উপজেলা পরিষদের উপর অর্পিত দায়িত্বের নিরিখে বর্তমান জনশক্তির পর্যাপ্ততা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে উপজেলা পরিষদের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উপজেলা পর্যায়ে যথাযথভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য কারিগরি কর্মী; যেমন- পরিষদের নিজস্ব প্রকৌশলীর প্রয়োজন হতে পারে।

পৌরসভার মত উপজেলা পরিষদকেও তাদের নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগের কর্তৃত্ব প্রদান করা উচিত, যদি তারা তাদের নিজস্ব আয়ের উৎস হতে নিয়োগকৃত কর্মচারীর ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ যে সকল উপজেলা

পরিষদের আর্থিক ভিত্তি দুর্বল, সে সকল উপজেলাকে তাদের প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগের জন্য সম্পূরক বেতন প্রদান করতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, উপজেলা পরিষদকে প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা সংক্রান্ত বিধি-বিধান সংশোধন করার প্রয়োজন হতে পারে।

বিদ্যমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে উপজেলা পরিষদগুলির মানবসম্পদের চাহিদা পূরণ একটি দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ। তাই, স্বল্প মেয়াদে উপজেলা পরিষদগুলির হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহায়তা নেয়ার ব্যবস্থাটি অব্যাহত রাখা সমীচীন হবে।

(ঘ) উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের সচেতনতা বৃদ্ধি

উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণের উপজেলার আইনি কাঠামো এবং উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জ্ঞান বাড়াতে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার বিভাগ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং উপজেলা পরিষদের অন্যান্য সদস্যদেরকে উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজনের বিষয় বিবেচনা করতে পারে।

(ঙ) উপজেলা পরিষদের সভায় পৌরসভা মেয়রদের সম্পৃক্ততা

উপজেলা পরিষদের সভায় পৌরসভা মেয়রদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, মেয়রের পরিবর্তে পৌরসভা হতে একজন যোগ্য প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বৈধ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। উপজেলা পরিষদ সভায় মেয়রদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসাবে সংসদ সদস্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। স্থানীয় সরকার বিভাগ এই বিষয়ে বাস্তব সমস্যাসমূহ পরীক্ষা করে পৌরসভা মেয়র ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে।

২.৩.৩ উন্নয়ন পরিকল্পনা

(ক) উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র প্রতিষ্ঠা

উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে উপজেলা পরিষদের স্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যিক। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে উপজেলা পরিষদকে তাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এছাড়াও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (AP) প্রণয়ন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)সহ জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াটাও বাঞ্ছনীয়।

এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপজেলা অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে উপজেলা পরিষদকে মৌলিক ধারণা প্রদান করতে পারে। সেইসাথে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় ছক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্বলিত সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা জারি করতে পারে।

(খ) উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত দিকনির্দেশনাসমূহ হালনাগাদকরণ

স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে জারিকৃত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়ন নির্দেশিকাটি (স্মারক নং-৪৬.০৪৬.০০৬.০০.০০.০০১.২০১২-১০৫৭, তারিখ- ২ নভেম্বর ২০১৪) সংশোধন ও হালনাগাদ করা প্রয়োজন। টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে হালনাগাদকৃত নির্দেশিকাতে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র কি, উপজেলা পর্যায়ে তা কীভাবে প্রণয়ন করতে হবে, এর ব্যবস্থাপনা কিরূপ হবে এবং এই উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র কীভাবে ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সাথে সম্পর্কিত হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

হালনাগাদকরণকালে নির্দেশনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যিকঃ

- উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্বিক ধারণা এবং উদ্দেশ্য;
- ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং হস্তান্তরিত সরকারি বিভাগসমূহের নিবিড় সহযোগিতায় কীভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে, এ বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং তা কোন প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করা হবে তার দিকনির্দেশনা;
- উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনার জন্য মূল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো;
- পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং রিপোর্টিং এর পদ্ধতি;
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা এবং এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান;
- জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য যেমন- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য বিধান।

এছাড়াও, উপজেলার মহাপরিকল্পনাসহ (Master Plan) উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িতব্য অন্যান্য পরিকল্পনার উদ্যোগ কীভাবে উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং কীভাবে তা হালনাগাদ করা হবে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকা জরুরি।

(গ) উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা স্পষ্টীকরণ

উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় কিছু মূল বিষয়বস্তু অবশ্যই থাকা উচিত যেমন- ১) পরিসংখ্যান এবং আর্থ সামাজিক উপাত্ত; ২) সম্পদের চিত্রায়ন ৩) পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ৪) রূপকল্প [ভিশন] ৫) পরিমাপযোগ্য সূচকসহ উন্নয়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অতীষ্ট ৬) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ এবং/অথবা প্রকল্প/স্কিমসমূহ; এবং ৭) বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং রিপোর্টিং জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।

এই প্রেক্ষিতে উপজেলা পরিষদকে উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে স্থানীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের একটি পদ্ধতি চালু করতে হবে। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করবে। এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তাদের ভিশন তৈরি করবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকালে এই ভিশনের আলোকে উপজেলা পরিষদ তাদের উন্নয়ন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অতীষ্ট নির্ধারণ করবে এবং একই সাথে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ও প্রকল্প নির্বাচন করবে। পাশাপাশি উপজেলা পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু করতে হবে।

(ঘ) উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিতকরণ

উপজেলা পরিষদকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করা উচিত। তারা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে। এভাবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে গৃহীত প্রকল্প/স্কিমসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। অন্য কথায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি বছরওয়ারী বিন্যাস।

এ প্রেক্ষিতে, স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে আরো ভালো ধারণা লাভের জন্য সহায়তা করবে।

(ঙ) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেটের মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিতকরণ

উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বাজেটের প্রকৃত বরাদ্দকে যথাযথ বিবেচনায় নিয়ে প্রণয়ন করা উচিত। বিশেষ করে, যে কোন অর্থবছরে আনুমানিক বাজেট বরাদ্দকে বিবেচনায় এনে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। কোন অর্থ বছরে আনুমানিক বাজেট প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে যেসব স্কিম/প্রকল্প অর্থায়ন করা সম্ভব শুধুমাত্র সেগুলিই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কিছু প্রকল্প অপেক্ষমাণ হিসেবে পাইপলাইনে (Pipeline) রাখা যেতে পারে এবং কেবলমাত্র অতিরিক্ত তহবিল পাওয়া গেলে তবেই সেগুলি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

এইভাবে উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেটের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগকে এই ক্ষেত্রে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করতে হবে এবং সকল উপজেলাকে এ সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। এ ছাড়াও, আবশ্যিকীয় প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ বিদ্যমান বিধি-বিধানের আলোকে স্থানীয় পর্যায়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করবে।

(চ) উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উলম্ব (Vertical) এবং অনুভূমিক (Horizontal) সমন্বয় শক্তিশালীকরণ

উপজেলা পরিষদসমূহকে তাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উলম্ব এবং অনুভূমিক সমন্বয়ের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেয়া উচিত। উলম্ব সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং জেলা পরিষদ মূল অংশীজন। উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া উচিত। উলম্ব সমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষ করে, ইউনিয়ন পর্যায়ের উন্নয়ন চাহিদাগুলি সঠিকভাবে সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করতে হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিকট জনগণের মতামত প্রকাশের তৃণমূল পর্যায়ের ফোরাম হিসেবে 'ওয়ার্ড সভা' এক্ষেত্রে জনগণের চাহিদা সংগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অনুভূমিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহকে তাদের উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্যসমূহ যথাসময়ে উপজেলা পরিষদের সাথে শেয়ার করা উচিত যাতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই তথ্যসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়। তবে, এই তথ্যসমূহ হস্তান্তরিত বিভাগের উপজেলা স্তরের সকল অফিসে তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া নাও যেতে পারে। এই তথ্যসমূহ একটি কার্যকর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই, স্থানীয় সরকার বিভাগ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহকে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি তাদের উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ ও উপজেলার অন্যান্য অংশীজনদের সাথে শেয়ার এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আরো সচেতন হতে পরামর্শ দিতে পারে।

উলম্ব এবং অনুভূমিক সমন্বয়ভিত্তিক সমন্বিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সর্বোচ্চ পরিপূরকতা (Complementarity) ও সাযুজ্য (Synergy) নিশ্চিত করতে উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে সহায়তা করবে এবং তাদের সীমিত সম্পদকে সবচেয়ে দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

(ছ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের উলম্ব এবং অনুভূমিক সমন্বয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের উচিত উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে তাদের উন্নয়ন কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহের সামঞ্জস্যের দিকে যথাযথ দৃষ্টি দেয়া। স্থানীয় সরকার বিভাগ বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহকে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

তাছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব মাঠ পর্যায়ের অফিসকে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য ও নির্দেশনা প্রদানে উৎসাহিত করা প্রয়োজন:

- ১) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে অনুভূমিক সমন্বয় নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান; এবং
- ২) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ। এগুলি উপজেলা পর্যায়ে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য তথ্য নির্ভর পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সহায়ক হবে।

(জ) উপজেলা পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১৫) এর ধারা ৪২ (৩), এবং পরিকল্পনা নির্দেশিকা- ২০১৪ অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে যত বেশি সম্ভব সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে। এ ধরনের অংশীজনদের মধ্যে রয়েছে জনপ্রতিনিধি, হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা, স্থানীয় জনগণ, সুশীল সমাজ, এনজিও প্রতিনিধি, স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং সাংবাদিক। নারী এবং কিশোর-কিশোরীদেরও এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা উচিত। আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্থানীয় উন্নয়নের চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড-সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের বিস্তৃত অংশগ্রহণের ফলে প্রণীত পরিকল্পনা

উপজেলার উন্নয়ন চাহিদা পূরণে অধিকতর কার্যকরভাবে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে অংশীজনদের অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

উপজেলা পরিষদের উচিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া বিষয়বস্তু নিয়ে তাদের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনার জন্য উপজেলা চত্বরে কর্মশালার আয়োজন করা এবং সেগুলি চূড়ান্ত করার আগে তাদের মতামত নেয়া। পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতিসমূহ হালনাগাদকৃত পরিকল্পনা নির্দেশিকায় বিশদভাবে বর্ণিত হওয়া প্রয়োজন।

তাছাড়া, কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনসহ আন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তি শুধু পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে সমগ্র প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেমন- পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন। এই ধরনের সংশ্লিষ্টতা দীর্ঘ মেয়াদে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেয়া উচিত।

২.৩.৪ আর্থিক ব্যবস্থাপনা

(ক) উপজেলার আর্থিক সক্ষমতা নিরূপণ

উপজেলা পরিষদের আইনি দায়িত্ব পালন এবং জনসেবা প্রদানের জন্য আর্থিক সক্ষমতা যথেষ্ট কিনা তা নিরূপণ করা স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য জরুরি। এ ধরনের মূল্যায়ন (Assessment) নিয়মিতভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত এবং এই মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার বিভাগকে উপজেলার আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়গুলি খুঁজে বের করতে হবে।

(খ) বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং ছকসমূহ হালনাগাদ করা

উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন এবং অনুমোদন) বিধিমালা, ২০১০ এ উপজেলা পরিষদের বাজেট প্রস্তুতের ছক সংযুক্ত করা হয়েছে। বিধিমালায় যুক্ত ছকগুলি মূলত আশির দশকে প্রস্তুত করা হয়েছিল। যদিও ছকগুলি ২০১০ সালে হালনাগাদ করা হয়েছে; তথাপি ইতোমধ্যে অনেক বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় উপজেলা পরিষদের বর্তমান প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিয়ে এই ছকগুলি সংশোধন করা প্রয়োজন। অতএব, বাজেটের বর্তমান ছকটি পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা উচিত।

(গ) বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি

বাজেট অনুমোদনের পূর্বে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১৫) এর ধারা ৩৮ এবং উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও অনুমোদন) বিধিমালা-২০১০ অনুসারে উপজেলা পরিষদ একটি বিশেষ বাজেট সভা আয়োজন করে খসড়া বাজেটের উপর প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মতামত, মন্তব্য, পরামর্শ গ্রহণ করবে।

এরপর বাজেট চূড়ান্ত হয়ে গেলে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত বাজেটটি সংসদ সদস্য, উপজেলা পরিষদ সদস্যবৃন্দ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, স্থানীয় পত্রিকা এবং সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের নিকট প্রেরণ করতে হবে। এটি অবশ্যই উপজেলা ওয়েব পোর্টালের পাশাপাশি এর নোটিশ বোর্ডেও প্রদর্শন করতে হবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ সুস্পষ্ট এবং সঠিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে বাজেট সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলি মেনে চলতে সহায়তা করতে পারে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকেও বাজেট ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

(ঘ) উন্নত এবং পূর্বানুমানযোগ্য এডিপি বরাদ্দ ব্যবস্থা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর আওতায় থোক বরাদ্দ উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের অন্যতম প্রধান উৎস। সুতরাং, পরবর্তী অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় নিয়মমাফিক বরাদ্দ, বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুত করার আগে অর্থাৎ পূর্ববর্তী অর্থ বছরের এপ্রিলের আগে সকল উপজেলা পরিষদকে সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমাণ অবহিত করা প্রয়োজন। আর এটি করা হলে তা সকল উপজেলা পরিষদকে তাদের উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য প্রাপ্তব্য সম্পদ চিহ্নিত করতে এবং আরও কার্যকর ও দক্ষ উপায়ে তাদের বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত করতে সহায়তা করবে।

এছাড়াও, বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য বর্তমানে অনুসৃত মানদণ্ডসমূহ (Criteria) পর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে বর্তমান এডিপি বরাদ্দতে সংশ্লিষ্ট উপজেলার স্থানীয় আর্থিক চাহিদার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে কিনা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের কিস্তি ছাড়ের সময়সূচিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপজেলাসমূহকে নিজেদের উন্নয়ন কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করার জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খোক বরাদ্দের কিস্তির ছাড়করণ সময়মতো করতে হবে। বিশেষত, শেষ কিস্তিটি অর্থবছর শেষ হওয়ার আগে উপজেলাসমূহকে সেই অর্থ ব্যয়ের পর্যাপ্ত সময় দিয়ে ছাড় করা অত্যাাবশ্যিক।

এক্ষেত্রে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (UGDP) দ্বারা বর্তমানে চালু থাকা কর্মদক্ষতা (Performance) ভিত্তিক বরাদ্দ ব্যবস্থার প্রতিও যথাযথ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও সমৃদ্ধ করতে এ ধরনের কর্মদক্ষতাভিত্তিক বরাদ্দ ব্যবস্থা বিবেচনা করা দরকার।

(ঙ) উপজেলা পরিষদের বাজেটের সাথে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের বাজেট সমন্বিতকরণ

উপজেলা পর্যায়ে বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসমূহ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের বাজেট উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন বাজেটের তুলনায় অনেক বেশী এবং এগুলি উপজেলার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে, হস্তান্তরিত বিভাগের উন্নয়ন বাজেটের তথ্যসমূহ উপজেলা পরিষদের সাথে শেয়ার করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞতার আলোকে অনুমিত বা আংশিক তথ্য হলেও তা উপজেলা পরিষদসমূহকে একটি কার্যকর বাজেট প্রণয়নে সহায়তা করবে। হস্তান্তরিত বিভাগসমূহকে অন্তত তাদের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলির তথ্য উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধার্থে উপজেলা পরিষদকে অবহিত করতে হবে।

উপজেলা পরিষদের বাজেটে কার্যকর অনুভূমিক সমন্বয় সাধন এবং উপজেলা পরিষদের বাজেটের সাথে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের বাজেটের সমন্বয় নিশ্চিত করতে সমন্বয়ের নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন:

- স্বল্প মেয়াদে: হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ কর্তৃক তাদের বাজেট সংক্রান্ত তথ্য উপজেলা পরিষদের সাথে শেয়ার করা;
- মধ্য মেয়াদে: উপজেলা পরিষদের বাজেট এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণীতে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীর সংযোজন;
- দীর্ঘ মেয়াদে: উপজেলা পরিষদ কর্তৃক হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ব্যয়ের তদারকি।

(চ) আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত ও নিরীক্ষা নিশ্চিতকরণ

১) আর্থিক বিবরণী

নাগরিকদের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে বার্ষিক আর্থিক বিবরণী উপজেলা পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সকল উপজেলা পরিষদ তাদের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী তৈরি করবে এবং উপজেলা পরিষদ আইনের ধারা ৩৯ (২) অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগে এই প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপজেলা অনুবিভাগ কর্তৃক এই আর্থিক বিবরণী তৈরির জন্য বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের বিধি, নির্দেশিকা বা অন্যান্য আইনি উপকরণ (Tool) প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এই ধরনের আইনি উপকরণগুলি (Legal Instruments) আর্থিক বিবরণীর মূল বিষয়বস্তু, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দায়িত্ব এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতির বিস্তারিত প্রক্রিয়াকে সুস্পষ্ট করবে।

এছাড়া, স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (NILG) এই সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ মডিউল ও প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুত এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

২) নিরীক্ষা

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১৫) এর ধারা-৪০ অনুসারে, উপজেলা পরিষদের সকল আয় ব্যয়ের হিসাব সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিরীক্ষণ করতে হবে। সরকারের কেন্দ্রীয় নিরীক্ষণ সংস্থা, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) বাহ্যিক নিরীক্ষার (External Audit) জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। তবে বর্তমানে পর্যাপ্ত লোকবলের অভাবে সিএজি নমুনায়ন পদ্ধতি অবলম্বন করে বছরে অল্প সংখ্যক উপজেলা পরিষদে নিরীক্ষণের এই কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

এই প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদসমূহের মধ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (Internal Audit) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে, স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদকে তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাবের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় আইন/বিধি প্রণয়ন করবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটের (NILG) সহযোগিতায় উপজেলা পরিষদগুলির জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণের (Internal Audit) উপর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

(ছ) অর্থ সম্পর্কিত তথ্যের নিয়মিত প্রকাশ

উপজেলা পরিষদগুলির অর্থ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ তার সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং জনসাধারণের কাছে ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ। এ জাতীয় তথ্যের মধ্যে উপজেলা পরিষদের বাজেট, বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, নিরীক্ষা সংক্রান্ত দলিল এবং উপজেলা পরিষদ বা সরকারকে দেয়া অন্যান্য আর্থিক প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এক্ষেত্রে, উপজেলা পরিষদের আর্থিক প্রতিবেদনগুলি শেয়ার করার একটি কার্যকর পদ্ধতি গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে সনাতন পদ্ধতির স্থানীয় নোটিশ বোর্ড ছাড়াও অন্য প্রক্রিয়ায় জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি ছাড়াও মূল বাজেটের তথ্য প্রকাশের জন্য একটি অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

(জ) সম্পদ ব্যবস্থাপনার (Asset Management) উন্নয়ন

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১৫) এবং উপজেলা পরিষদ (সম্পত্তি হস্তান্তর, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন) বিধি, ২০১০ অনুসারে উপজেলা পরিষদ তার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তাই উপজেলা পরিষদ কার্যকর একটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করতে পারে এবং তাদের কর্মীদের সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে। একটি সম্পদ রেজিস্টার প্রস্তুত করে উপজেলা পরিষদে রাখা এবং প্রতিবছর তা হালনাগাদ করা জরুরি। স্থানীয় সরকার বিভাগের উচিত উপজেলা পরিষদকে তাদের সম্পদ রেজিস্টার তৈরি করতে এবং হালনাগাদ করতে দিকনির্দেশনা দেয়া। এক্ষেত্রে, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশিকাসমূহ প্রস্তুত করা যেতে পারে।

২.৩.৫ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন

(ক) উপজেলা উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য কার্যকর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু

উপজেলা পরিষদ সতেরোটি হস্তান্তরিত বিভাগসহ উপজেলার মধ্যে বাস্তবায়নাধীন সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্প/ স্কিমসমূহ পরিবীক্ষণ করে থাকে। এক্ষেত্রে, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণের জন্য হালনাগাদকৃত পরিকল্পনা নির্দেশিকাতে একটি পদ্ধতি উল্লেখ করতে হবে। পরিবীক্ষণ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি প্রস্তুত করবে এবং সেগুলি পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে। আদর্শ পরিবীক্ষণ এবং সমাপনী প্রতিবেদন ছক উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্দেশিকা এবং ম্যানুয়ালে প্রদান করা হবে। পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের ছকসমূহ (ফরম্যাট) প্রণয়নকালে বিদ্যমান নির্দেশিকাসমূহ এবং পরিবীক্ষণ ছকসমূহের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়ে অবশ্যই নজর রাখতে হবে।

এছাড়াও, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় তালিকাভুক্ত কার্যক্রমসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System) প্রতিষ্ঠা বিবেচনায় রাখা উচিত।

(খ) সরকার কর্তৃক পরিচালিত কার্যকর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা

স্থানীয় সরকার বিভাগ পরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকারগণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমসমূহ পরিবীক্ষণ করে থাকে। এই পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা আরো কার্যকর এবং বাস্তবসম্মত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ পরিবীক্ষণ ও মনিটরিং ছক প্রস্তুত করে এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে পরিচালক (বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মরত) এবং উপ-পরিচালকগণকে (জেলা পর্যায়ে কর্মরত) সুস্পষ্ট এবং বাস্তবসম্মত নির্দেশনা প্রদান করতে হবে যাতে একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়।

পরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকারগণ উপজেলা পরিষদ থেকে যাতে সব প্রতিবেদন সহজেই পেতে পারে এবং সেগুলির উপর তাদের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসহ যে সকল ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, সে সম্পর্কে একীভূত প্রতিবেদনসমূহ স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে পারে সেজন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে আরও কার্যকর একটি পদ্ধতি বিবেচনা করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক উদ্যোগসমূহ যেমন- উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (UZGP) এবং উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (UGDP) থেকে প্রাপ্ত শিখনের আলোকে বর্তমান পরিবীক্ষণ ছকের বিষয়বস্তু/পর্যবেক্ষণের সূচকসমূহ পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের স্থানীয় সরকারের পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের মনিটরিং, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন (MIE) অনুবিভাগের সাথে তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এমন একটি প্রযুক্তিনির্ভর রিপোর্টিং এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা গেলে তা উপজেলার পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।

(গ) স্থানীয় সরকার বিভাগের মনিটরিং, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগের (MIE) সক্ষমতা বৃদ্ধি

স্থানীয় সরকার বিভাগের মনিটরিং, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সকল স্তরের পরিবীক্ষণ করে থাকে। স্থানীয় সরকার বিভাগের MIE অনুবিভাগের বর্তমান সক্ষমতা পর্যালোচনা করা জরুরি। একই সাথে একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবসম্মত বিকল্পসমূহ অন্বেষণ করাও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজন-

- MIE শাখার জনবল এবং মাঠ পর্যায়ের পরিবীক্ষণ পদ্ধতি;
- স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক MIE শাখায় লজিস্টিক সহায়তা বৃদ্ধি;
- পরিচালক, স্থানীয় সরকার ও উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকারগণকে অধিকতর পরিবীক্ষণ ক্ষমতা অর্পণ করা, স্থানীয় সরকারের কাছে পরিবীক্ষণের ক্ষমতার বিশদ ও কার্যকর হস্তান্তর নিশ্চিত করা।

প্রতিটি উপজেলা পরিষদের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে UGDP উপজেলা পরিষদের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করছে। এই মূল্যায়নে ব্যবহৃত সূচকগুলি উপজেলা পরিষদের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করতে সহায়তা করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই, UGDP পরিচালিত কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ব্যবস্থার (Performance Assessment System) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

২.৩.৬ সক্ষমতা বৃদ্ধি

(ক) উপজেলা পরিষদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্য অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদের জন্য একটি সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা সম্বলিত ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি এবং তা অনুমোদন করে সংশ্লিষ্ট সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করবে। জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট প্রদত্ত প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুসমূহ উপজেলার প্রশিক্ষণ চাহিদার আলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আরও উন্নত করা প্রয়োজন। যেহেতু উপজেলা পরিষদের মূল কাজ হিসেবে

সময়কে বিবেচনা করা হয়, সেহেতু একথা অনস্বীকার্য যে অনুভূমিক এবং উল্লম্ব সময় উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত। জেলা পর্যায়ে ফলো-আপ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করাও অতীব জরুরি।

(খ) জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট (NILG) এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশে উপজেলা পরিষদসমূহের অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অনেক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তবে, এদের মধ্যে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান; কারণ এর প্রধান দায়িত্ব হলো উপজেলা পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যেন এটি উপজেলা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক উপজেলাকে এই প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করতে পারে। বিশদভাবে বলতে গেলে, এই ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজনঃ

- জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উন্নয়ন;
- সর্বোচ্চ সংখ্যক উপজেলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সুবিধাদির উন্নয়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে তাদের প্রেষণ/দায়িত্বপ্রাপ্তির শুরুতেই একটি নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ স্পষ্টীকরণের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট কীভাবে উপজেলা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে তা ঐ পরিকল্পনার প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়া উচিত।

(গ) প্রশিক্ষণের আওতা বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য বিকল্প অন্বেষণ

উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণের আওতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবসম্মত উপায় অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের আওতা বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ নিম্নরূপ হতে পারে:

- প্রত্যয়ন ব্যবস্থা (Certification System) অর্থাৎ উপজেলা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণদাতা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি সংস্থাগুলির প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং প্রত্যায়িত হবেন;
- উপজেলা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জেলা পর্যায়ে জেলা রিসোর্স টিম গঠন করা;
- সকল উপজেলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরকে সার্বিক পরিচিতিমূলক একটি স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পর্কে মৌলিক তথ্য ও ধারণা লাভ এবং ঐ তথ্য সংরক্ষণের জন্য তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করা।

৩. বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ পদ্ধতি

৩.১ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি

কৌশলপত্র প্রণয়নের পরে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল বাস্তবায়নের জন্য কমিটি (“কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি”) গঠন করা হবে। এই বাস্তবায়ন কমিটি কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে এবং কার্যকর ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির সভাসমূহ নীতিগতভাবে প্রতি ছয় মাসে একবার অনুষ্ঠিত হবে। নিয়মিত সভা ছাড়াও কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি প্রয়োজনে বিশেষ সভাও করতে পারবে।

(ক) কাঠামো

কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির গঠন মূলত মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল প্রণয়নের ওয়ার্কিং কমিটির মতোই। কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে এবং প্রয়োজনে আরও কিছু সদস্যকে এই কমিটিতে কো-অপ্ট করা যেতে পারে।

সভাপতি	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ
সদস্য	অতিরিক্ত/ যুগ্ম-সচিব (উপজেলা), স্থানীয় সরকার বিভাগ সিনিয়র সহকারি সচিব/উপসচিব (উপজেলা-১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ, স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রতিনিধি, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (GED), পরিকল্পনা কমিশন পরিচালক, মনিটরিং, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রতিনিধি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রতিনিধি, NILG/উপ-প্রকল্প পরিচালক (NILG), UICDP প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী যেমন- UNDP এবং JICA
সদস্য-সচিব	উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (উপজেলা-২ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ

বিঃদ্রঃ ১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ এর পরিবর্তে অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (উপজেলা), স্থানীয় সরকার বিভাগ সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

বিঃদ্রঃ ২. অন্যান্য সদস্য যেমন- এনজিও প্রতিনিধি এবং উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানও প্রয়োজনে মনোনীত হতে পারেন।

বিঃদ্রঃ ৩. উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিশ্বব্যাংক, অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী এবং UNDP (যারা EALG প্রকল্পকে সহায়তা প্রদান করে) এর প্রতিনিধিরা থাকতে পারে।

(খ) কার্যাবলি

কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

- কৌশলপত্রটির বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা এবং আরও ভালো ফলাফল নিশ্চিত করতে বাস্তবায়ন বিষয়ক দিকনির্দেশনা প্রদান করা;
- সমন্বিত উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য নির্দেশিকা এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাসহ কৌশলটিতে তালিকাভুক্ত মূল আইনি ও নীতিমালা সংক্রান্ত দলিলাদি আলোচনা ও পরীক্ষা করে এগুলির সংশোধন প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদনের জন্য পেশ করা;
- উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে কৌশলপত্র বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি চিহ্নিত করা;
- জাতীয় নীতি পরিমন্ডলের (Policy Environment) সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা এবং সেই নিরিখে নিয়মিতভাবে কৌশলপত্রটি সংশোধন করার সুপারিশ করা;
- কৌশলগত উপাদানসমূহের পথ-নির্দেশিকার (Road Map) অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে পথ-নির্দেশিকাটি সংশোধন করা;
- কৌশলটির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- UGDP, EALG, এবং UICDP সহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের ফলাফল (Output) ও কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে পারে।

(গ) ফোকাল পয়েন্ট

কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের পাশাপাশি, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) এবং জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (NILG) এর মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠানকেও এই কৌশলপত্রের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে স্ব-স্ব দপ্তরে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে এই

প্রতিষ্ঠানসমূহের উপজেলা পর্যায়ে অফিস রয়েছে এবং সেই অফিসসমূহ উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত। এক্ষেত্রে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকা প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তাদের স্ব-স্ব ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

যেহেতু কিছু কৌশলগত পদক্ষেপ হস্তান্তরিত সরকারি বিভাগসমূহের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত তাই এই কৌশলপত্রটির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন জরুরি।

ফোকাল পয়েন্টসমূহ তাদের স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের (Department) সাথে কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বিশেষত কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি প্রতিবছর যে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে সেটা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সহায়তা করা ফোকাল পয়েন্টের কাজ।

এই আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহকে তাদের ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ অনুরোধ করবে। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগে সহায়তা করতে পারে।

(ঘ) কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ডেস্ক

কৌশলপত্র বাস্তবায়নের সুবিধার্থে কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ডেস্ক স্থাপন করা প্রয়োজন। যেহেতু উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (এলজিডি, উপজেলা -২ শাখা) কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব সেহেতু এই শাখার মধ্যেই কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ডেস্ক স্থাপন করা শ্রেয়।

কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ডেস্ক কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটিকে প্রশাসনিক এবং আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান করবে। এই ইউনিট কমিটির সভা পরিচালনা, সভার কার্যপত্র প্রস্তুত করা, সভার রেকর্ডসমূহ ও কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদনে কমিটিকে সহায়তা করবে।

প্রথম কয়েক বছর UICDP সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রকল্পের সহযোগিতায় কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ডেস্কে ভালোভাবে কার্য সম্পাদন করতে সহায়তা প্রদান করবে। UICDP'র সহায়তা প্রতি বছরান্তে ধীরে ধীরে হ্রাস করা হবে এবং তখন একই সাথে প্রয়োজনীয় কাজগুলি স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (উপজেলা -২ শাখা) এর দপ্তর থেকে পরিচালিত হতে পারে। এক পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে এই দপ্তরটি কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ডেস্ক হিসেবে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজ করবে।

৩.২ ওয়ার্কিং গ্রুপ (Working Group)

সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উপাদান^১ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে একটি করে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হতে পারে। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সম্পন্ন সদস্যদের নিয়ে গঠিত এই ধরনের গ্রুপ কার্যকরভাবে ভালো ফলাফল পেতে সহায়তা করবে। উদাহরণস্বরূপ, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধার্থে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়েছিল।

এভাবে, কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি সভার আলোচনার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট বিষয়সমূহের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করতে পারে।

৩.৩ কৌশলপত্র সংশোধন

কৌশলপত্রটি একটি গুরুত্বপূর্ণ/জীবন্ত দলিল যা স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়মিত হালনাগাদ ও সংশোধন করা প্রয়োজন। সুতরাং, কৌশলপত্রটি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা ও সংশোধন করা দরকার। বিশেষত, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সংশোধনী বিবেচনা করা প্রয়োজন:

- যখন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নীতিসমূহ যেমন- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করা হয় এবং/অথবা নতুনভাবে প্রণয়ন করা হয়;
- যখন উপজেলা পরিষদ এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আইনি কাঠামো সংশোধন করা হয়;

^১ অনুচ্ছেদ ২.৩ দৃষ্টব্য

- যখন উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং/অথবা গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ আরম্ভ হয়, বাস্তবায়িত হয় এবং/ অথবা সমাপ্ত হয়।

আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, ২০২৫, ২০৩০, ২০৩৫ এবং ২০৪০ সালে এই কৌশলপত্র সংশোধনের প্রকৃষ্ট সময় হবে; কারণ উক্ত বছরগুলি জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের বছর। কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি জাতীয় পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়বস্তু এবং সংশ্লিষ্ট বছরসমূহে কৌশলপত্রটির অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং সে অনুযায়ী কৌশলপত্রটি সংশোধন করবে।

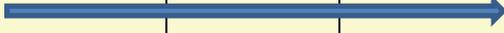
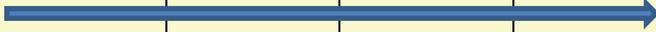
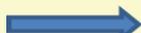
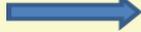
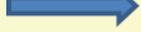
৪. কৌশলগত উপাদানসমূহ বাস্তবায়নের পথ-নির্দেশিকা (Roadmap)

যেহেতু কৌশলপত্রটি ২০২০ থেকে ২০৪১ সাল পর্যন্ত ২১ বছর ব্যাপী ব্যবহার করা হবে সেহেতু ২০৪১ সালের জন্য একটি পথ-নির্দেশিকা থাকা উচিত যা প্রতিটি কৌশলগত উপাদানের কাঙ্ক্ষিত মাইলফলককে নির্দেশ করবে। এই পথ-নির্দেশিকাটি যথাযথ করণীয় বিষয়সমূহের পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং কৌশলপত্র বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণে যথাযথ ভূমিকা রাখবে।

কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক নিয়মিতভাবে পথ-নির্দেশিকাটি পরিবীক্ষণ করা জরুরি এবং প্রয়োজনবোধে এটি সংশোধন করা যেতে পারে।

পথ-নির্দেশিকাটি নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

কৌশলগত উপাদানসমূহের পথ-নির্দেশিকা (Roadmap of the Strategic Components)

কৌশলগত উপাদান	বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা			
			স্বল্প-মেয়াদ	মধ্য-মেয়াদ	দীর্ঘ-মেয়াদ	অতি-দীর্ঘ মেয়াদ
			অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর
			২০/২১-২৩/২৪	২৩/২৪-২৫/২৬	২৫/২৬-৩০/৩১	৩০/৩১-৪০/৪১
কৌশলগত উপাদান ১ : আইনি কাঠামো						
(১) উপজেলা পরিষদ এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব এবং কর্তব্য স্পষ্টীকরণ।	১.১. সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংজ্ঞায়িত করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (প্রশাসন অনুবিভাগ) স্থানীয় সরকার বিভাগ (ইউনিয়ন অনুবিভাগ) স্থানীয় সরকার বিভাগ (নগর অনুবিভাগ)				
	১.২. সাদৃশ্য, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য বিধান এবং দক্ষতা আনয়নের জন্য একটি সুসংগত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (প্রশাসন অনুবিভাগ) স্থানীয় সরকার বিভাগ (ইউনিয়ন অনুবিভাগ) স্থানীয় সরকার বিভাগ (নগর অনুবিভাগ)				
(২) উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় আইন, বিধি এবং অন্যান্য আইনি দলিলাদি প্রস্তুত করা।	১.৩. উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১৫) এর যে সকল ধারার আওতায়/ আলোকে বিধিমালা এবং অন্যান্য আইনি দলিলাদি প্রয়োজন সে সকল বিধানসমূহ চিহ্নিত করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				
	১.৪. যথাযথ আইনি কাঠামোর আওতায় উপজেলা পরিষদ যাতে পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হতে পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধিমালা এবং অন্যান্য আইনি দলিলাদি প্রস্তুত করা। • উদাহরণস্বরূপ, বার্ষিক আর্থিক বিবরণী তৈরি সংক্রান্ত নির্দেশনা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				
(৩) উপজেলা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের উপজেলা পরিষদ সংক্রান্ত আইন, বিধি, নির্দেশনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি।	১.৫. উপজেলা পরিষদ সম্পর্কিত সকল আইন, বিধিমালা ও সার্কুলারের একটি সংকলন প্রস্তুত করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				
	১.৬. সংকলনটি বার্ষিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করা এবং প্রতি বছর সকল উপজেলায় সফট কপি আকারে প্রেরণ করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				
	১.৭. উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা ও বুঝার জন্য উপজেলা জনপ্রতিনিধি এবং হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের অফিসারদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				
	১.৮. সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে নিয়মিত ফলো-আপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				
কৌশলগত উপাদান ২ : প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ						
(১) উপজেলা কমিটি কার্যকর করা।	২.১. উপজেলা কমিটিসমূহ সক্রিয় করার জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ উদ্ভাবন করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				

কৌশলগত উপাদান	বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা			
			স্বল্প-মেয়াদ	মধ্য-মেয়াদ	দীর্ঘ-মেয়াদ	অতি-দীর্ঘ মেয়াদ
			অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর
			২০/২১-২৩/২৪	২৩/২৪-২৫/২৬	২৫/২৬-৩০/৩১	৩০/৩১-৪০/৪১
	২.২. উপজেলা পরিষদসমূহকে উপজেলা কমিটি এবং কমিটির সভা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করা। <ul style="list-style-type: none"> গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা কমিটিসমূহ চিহ্নিত করা এবং উপজেলা কমিটিসমূহের যৌথ সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা; উপজেলা কমিটিসমূহের সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিতকল্পে একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা 	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				
	২.৩. দীর্ঘমেয়াদে বর্তমান উপজেলা কমিটি ব্যবস্থার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা। <ul style="list-style-type: none"> সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা যথেষ্ট কিনা; কমিটির বর্তমান কাঠামো যথাযথ কিনা 	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				
	২.৪. উপজেলা কমিটিসমূহকে আরও কার্যকর করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				
(২) উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি।	২.৫. উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ এবং হস্তান্তরিত বিভাগের অফিসসমূহের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				
	২.৬. হস্তান্তরিত বিভাগের অফিসসমূহের জবাবদিহিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধাগুলি চিহ্নিত করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				
	২.৭. এ ধরনের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বিধিমালা এবং/অথবা নির্দেশনা প্রস্তুত করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				
	২.৮. উপজেলা সশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে হস্তান্তরিত কার্যাবলী সম্পর্কে বিষদভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				
	২.৯. হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে একটি কর্মী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				
	২.১০. সকল উপজেলা পরিষদে সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা নিয়োগ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				
(৩) উপজেলা পরিষদের মানবসম্পদ সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা।	২.১১. বর্তমানে কর্মরত গুরুত্বপূর্ণ কর্মী সদস্য যেমন- স্টেনো-টাইপিষ্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং গোপনীয় সহকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি পুনর্বিবেচনা ও স্পষ্টীকরণ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				
	২.১২. উপজেলা পরিষদের উপর অর্পিত দায়িত্বের নিরিখে একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন পরিচালনা করা।					
	২.১৩. উপজেলা পরিষদগুলিকে প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগে ক্ষমতা প্রদানকারী বিধি এবং অন্যান্য আইনি দলিলাদি সংশোধন করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				
(৪) উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপজেলার আইনি কাঠামো ও উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি।	২.১৪. উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপজেলার আইনি কাঠামো ও উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)				

কৌশলগত উপাদান	বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা			
			স্বল্প-মেয়াদ	মধ্য-মেয়াদ	দীর্ঘ-মেয়াদ	অতি-দীর্ঘ মেয়াদ
			অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর
			২০/২১-২৩/২৪	২৩/২৪-২৫/২৬	২৫/২৬-৩০/৩১	৩০/৩১-৪০/৪১
(৫) উপজেলা পরিষদের সভায় পৌরসভা মেয়রদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরন।	২.১৫. উপজেলা পরিষদের সভায় পৌরসভা মেয়রদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া। <ul style="list-style-type: none"> মেয়রের পরিবর্তে পৌরসভা হতে একজন প্রতিনিধির উপস্থিতি; মাননীয় সংসদ সদস্য হতে পরামর্শ কামনা; স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে পৌরসভা মেয়র ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান। 	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
কৌশলগত উপাদান ৩ : উন্নয়ন পরিকল্পনা						
(১) উপজেলা স্তরে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র প্রতিষ্ঠা।	৩.১. উপজেলা পরিষদসমূহকে উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক ধারণা, প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ পদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, বিভিন্ন ছক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্বলিত সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান এবং তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	৩.২. জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), পাইলট উপজেলা	→		→	
	৩.৩. পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→	→	→	
(২) উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য দিকনির্দেশনাসমূহের হালনাগাদকরণ।	৩.৪. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়নের বিদ্যমান নির্দেশিকাটি (স্মারক নং-১০৫৭ তারিখ- ২ নভেম্বর ২০১৪) হালনাগাদ করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
(৩) উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বিষয়বলীর ধারণা স্পষ্টীকরণ।	৩.৫. উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে উপজেলা পরিষদসমূহকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান যেখানে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ১) পরিসংখ্যান এবং আর্থ সামাজিক উপাত্ত; ২) সম্পদ চিত্রায়ন ৩) পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ৪) রূপকল্প ৫) পরিমাপযোগ্য সূচকসহ উন্নয়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অঙ্গীকার ৬) অগ্রাধিকার খাতসমূহ এবং/অথবা প্রকল্প/ পরিকল্পনা; এবং ৭) বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
(৪) উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে সংগতি নিশ্চিতকরণ।	৩.৬. উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা লাভে সহায়তা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
(৫) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেটের মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিতকরণ।	৩.৭. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেটের মধ্যে সামঞ্জস্য সম্পর্কে উপজেলা পরিষদসমূহকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান এবং এই ধরনের সামঞ্জস্য নিশ্চিতকল্পে উপজেলা পরিষদকে উৎসাহ প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			

কৌশলগত উপাদান	বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা			
			স্বল্প-মেয়াদ	মধ্য-মেয়াদ	দীর্ঘ-মেয়াদ	অতি-দীর্ঘ মেয়াদ
			অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর
			২০/২১-২৩/২৪	২৩/২৪-২৫/২৬	২৫/২৬-৩০/৩১	৩০/৩১-৪০/৪১
(৬) উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লম্ব (Vertical) এবং অনুভূমিক (Horizontal) সমন্বয় শক্তিশালীকরণ।	৩.৮. সকল উপজেলা পরিষদকে তাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উল্লম্ব এবং অনুভূমিক সমন্বয় নিশ্চিত করতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
(৭) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের উল্লম্ব এবং অনুভূমিক সমন্বয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান।	৩.৯. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ধারণা বৃদ্ধি।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	৩.১০. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহকে তাদের নিজ নিজ মাঠ পর্যায়ের অফিসকে নিম্নোক্ত তথ্য প্রদানে উৎসাহ প্রদান করা- ১) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে অনুভূমিক সমন্বয় নিশ্চিতকরণ; এবং ২) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের অর্থায়নে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)		→		
(৮) উপজেলা পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।	৩.১১. পরামর্শ প্রক্রিয়াসমূহ বর্ণনা করার মাধ্যমে উপজেলা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে সকল উপজেলা পরিষদকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
কৌশলগত উপাদান ৪ : আর্থিক ব্যবস্থাপনা						
(১) উপজেলার আর্থিক সক্ষমতা নিরূপণ।	৪.১. উপজেলা পরিষদের আইনি দায়িত্ব পালন এবং জনসেবা প্রদানের জন্য আর্থিক সক্ষমতা যথেষ্ট কিনা তা নিরূপণ করা	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
(২) বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং ছকসমূহ হালনাগাদ করা।	৪.২. উপজেলা পরিষদের বাজেট (প্রণয়ন ও অনুমোদন) বিধিমালা, ২০১০ এর বাজেট সংক্রান্ত ছকসমূহ পর্যালোচনা করা, এবং প্রয়োজনে উপজেলা পরিষদের জন্য আরও বাস্তবসম্মত করার জন্য সেগুলিকে সংশোধন করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
(৩) বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি।	৪.৩. উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০১৫) এর ধারা ৩৮ অনুসারে বাজেট অনুমোদনের পূর্বে উপজেলা পরিষদের একটি বিশেষ বাজেট সভার আয়োজনের জন্য সকল উপজেলা পরিষদকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	৪.৪. চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত বাজেটটি সকল সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নিকট প্রেরণে উপজেলা পরিষদসমূহকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান, এবং উপজেলা ওয়েব পোর্টালের পাশাপাশি এর নোটিশ বোর্ডেও টাঙ্গানো।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	৪.৫. উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরকে বাজেট ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), NILG	→			
(৪) উন্নত এবং পূর্বানুমানযোগ্য এডিপি বরাদ্দ ব্যবস্থা তৈরি।	৪.৬. পরবর্তী অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রদেয় বরাদ্দের সম্ভাব্য পরিমাণ বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুত করার আগে সকল উপজেলা পরিষদকে অবহিত করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			

কৌশলগত উপাদান	বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা			
			স্বল্প-মেয়াদ	মধ্য-মেয়াদ	দীর্ঘ-মেয়াদ	অতি-দীর্ঘ মেয়াদ
			অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর
			২০/২১-২৩/২৪	২৩/২৪-২৫/২৬	২৫/২৬-৩০/৩১	৩০/৩১-৪০/৪১
	৪.৭. এডিপি বরাদ্দের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত মানদণ্ড পর্যালোচনা করা এবং এতে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে উপজেলার স্থানীয় প্রয়োজনসমূহের যথাযথ প্রতিফলন হচ্ছে কিনা তা নিরূপণ করা।					
	৪.৮. উপজেলাগুলিকে তাদের উন্নয়ন কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করার জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খোক বরাদ্দ সময়মত বিতরণ করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	৪.৯. উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (UGDP) এর আওতায় পরিচালিত কর্মক্ষমতা ভিত্তিক বরাদ্দ ব্যবস্থার ফলাফল পর্যালোচনা করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→	→		
(৫) উপজেলা পরিষদের বাজেটের সাথে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের বাজেট সমন্বিতকরণ	৪.১০. হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের উন্নয়ন বাজেট এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলির তথ্য উপজেলা পরিষদে প্রেরণে উৎসাহিত করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), এলজিইডি (LGED), ডিপিএইচই (DPHE)	→			
	৪.১১. সমন্বয়ের সম্ভাব্য পর্যায়সমূহ নিম্নলিখিত উপায়ে চিহ্নিত করা। <ul style="list-style-type: none"> স্বল্পমেয়াদী : হস্তান্তরিত বিভাগের বাজেটের তথ্যসমূহ উপজেলা পরিষদকে অবহিত করা। মধ্যমেয়াদী : উপজেলা পরিষদের বাজেট এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণীতে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীর সন্নিবেশন। দীর্ঘমেয়াদী : উপজেলা পরিষদ কর্তৃক হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ব্যয়ের তদারকি। 	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), এলজিইডি (LGED), ডিপিএইচই (DPHE)	→	→	→	
(৬) আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত ও নিরীক্ষা নিশ্চিতকরণ	৪.১২. উপজেলা পরিষদের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতির জন্য বিধি, নির্দেশিকা বা অন্যান্য আইনি উপকরণ প্রস্তুত করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	৪.১৩. উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), NILG	→	→		
	৪.১৪. উপজেলা পরিষদসমূহকে তাদের আয় ব্যয়ের হিসাবের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ পরিচালনার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→	→		
	৪.১৫. উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), NILG		→		
(৭) অর্থ সম্পর্কিত তথ্যের নিয়মিত প্রকাশ	৪.১৬. উপজেলা পরিষদকে এর সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং জনসাধারণের নিকট অর্থ-সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	৪.১৭. উপজেলা পরিষদের আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ প্রকাশের ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতির স্থানীয় নোটিশ বোর্ডের পাশাপাশি অনলাইন সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত করে একটি কার্যকর পদ্ধতি চালু করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→	→		
(৮) সম্পদ ব্যবস্থাপনার (Asset Management) উন্নয়ন	৪.১৮. সকল উপজেলা পরিষদকে সম্পদ রেজিস্টার ব্যবস্থাপনা এবং হালনাগাদের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			

কৌশলগত উপাদান ৫ : পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন

কৌশলগত উপাদান	বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা			
			স্বল্প-মেয়াদ	মধ্য-মেয়াদ	দীর্ঘ-মেয়াদ	অতি-দীর্ঘ মেয়াদ
			অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর
			২০/২১-২৩/২৪	২৩/২৪-২৫/২৬	২৫/২৬-৩০/৩১	৩০/৩১-৪০/৪১
(১) উপজেলা উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য কার্যকর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু	৫.১. হালনাগাদকৃত পরিকল্পনা নির্দেশিকায় সকল উপজেলা পরিষদকে উপজেলা পরিবীক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (মইই অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
(২) সরকার কর্তৃক পরিচালিত কার্যকর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা	৫.২. স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালক এবং উপ-পরিচালকগণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমের উপর কার্যকর এবং বাস্তবসম্মত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (মইই অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→	→		
	৫.৩. বর্তমান পরিবীক্ষণ ছকের বিষয়বস্তু / পর্যবেক্ষণের সূচকসমূহ পর্যালোচনা করা এবং বাস্তবসম্মত পরিবীক্ষণের ছকসমূহ প্রস্তুত ও এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (মইই অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→			
	৫.৪. পরিবীক্ষণের ছকসমূহের ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে উপজেলা পরিষদ অংশীজনদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (মইই অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), NILG	→	→		
	৫.৫. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের -স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক, পরিচালক এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের MIE শাখার সাথে শেয়ার করার ক্ষেত্রে একটি অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (মইই অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→	→	→	
	(৩) স্থানীয় সরকার বিভাগের MIE শাখার সক্ষমতা বৃদ্ধি	৫.৬. স্থানীয় সরকার বিভাগের MIE শাখার সক্ষমতা পর্যালোচনা করা এবং একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবসম্মত বিকল্পসমূহ অন্বেষণ করা। বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজন- • MIE শাখার জনবল এবং মাঠ পর্যায়ের পরিবীক্ষণ পদ্ধতি • স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক MIE শাখায় লজিস্টিক সহায়তা বৃদ্ধি	স্থানীয় সরকার বিভাগ (মইই অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→		
	৫.৭. ইউজিডিপি পরিচালিত উপজেলা পরিচালন ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়নের ফলাফল পর্যালোচনা করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (মইই অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ)	→	→		
কৌশলগত উপাদান ৬ : সক্ষমতা বৃদ্ধি						
(১) উপজেলা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্য অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	৬.১. উপজেলা পরিষদের জন্য একটি সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা সম্বলিত ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি এবং তা সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), NILG	→			
	৬.২. সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং জেলা পর্যায়ে ফলো-আপ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), NILG	→	→	→	

কৌশলগত উপাদান	বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা			
			স্বল্প-মেয়াদ	মধ্য-মেয়াদ	দীর্ঘ-মেয়াদ	অতি-দীর্ঘ মেয়াদ
			অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর	অর্থ বছর
			২০/২১-২৩/২৪	২৩/২৪-২৫/২৬	২৫/২৬-৩০/৩১	৩০/৩১-৪০/৪১
(২) জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট (NILG) এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি	৬.৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মূল প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা। <ul style="list-style-type: none"> জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উন্নয়ন সর্বোচ্চ সংখ্যক উপজেলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। সুবিধাদির উন্নয়ন। 	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), NILG	→	→	→	
	৬.৪. মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), NILG	→			
(৩) প্রশিক্ষণের আওতা বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য বিকল্প অন্বেষণ	৬.৫. উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের প্রশিক্ষণের আওতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবসম্মত উপায় অনুসন্ধান করা- <ul style="list-style-type: none"> প্রত্যয়ন ব্যবস্থা (Certification System) চালু যেক্ষেত্রে উপজেলা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি সংস্থার প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং প্রত্যয়িত হবে। উপজেলা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জেলা পর্যায়ে রিসোর্স টিম গঠন করা। সকল উপজেলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে সার্বিক পরিচিতিমূলক একটি স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা। স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মৌলিক তথ্য ও জ্ঞান লাভের জন্য তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি ই-লার্নিং পদ্ধতি প্রবর্তন করা। 	স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা অনুবিভাগ), NILG	→			